ছান্দোগ্য উপনিষদ, প্রথম অধ্যায়, সপ্তম খণ্ড।

(যিনি বহিরাকাশে আদিত্য, যাঁর থেকে প্রাণ, রূপ ও কাল হয়ে প্রকাশ পাচ্ছেন, তিনি অধ্যাত্মে অক্ষিগত পুরষ।

আমাদের সমস্ত বেদন যে কেন্দ্রে প্রজ্বলিত তা, অক্ষি, চক্ষু।

ইনি বেদনময় পুরুষ বিষ্ণু এবং যাঁর পা (পরমম্ পদম্) হল কাল বা গতি এবং যাঁর চক্ষু যা অক্ষি বা অক্ষ হল কাল চক্রের কেন্দ্রে(দীবীব চক্ষুরাততম্), তাঁর বর্ণনা (ঋক্)বেদে আছে।সেই অক্ষিগত এবং আদিত্যস্থ পুরুষ আমাদের ঈশান, তাঁর নিয়ন্ত্রণে কাল, কাম্য সকল, কালবাহী হয়ে আসছে।

এই অংশে অধ্যাত্মে সাম ও ঋক্ বেদ কে বর্ণনা করা হয়েছে।এই দুই বেদের যোজক যে বেদ তা যজুঃ।

বেদন হয়ে প্রকাশ পেয়েও ইনি অপ্রকাশই থাকেন তাই এঁকে ঋষি উকথ্ বলেছেন।

এই বেদপুরুষকে বিদিত হয়ে ঋষিরা আপ্তকাম হয়েছেন।কাম্যকে তাঁরা ইচ্ছামত সাধন করতে পারেন বা প্রাপ্ত করাতে পারেন।কামের উপর অধিকার এবং কালের উপর অধিকার একই।কাম্যকে এই ভাবে সাধন করাই সাম গান।গানের দ্বারা ঈপ্সিত কামনাকে, কালকে নিয়ে আসা, গতিশীল করাই গান করা।আত্মায় সকল কাম, সকল কাল সম হয়ে আত্মত্বে স্থিত।এই জন্য সাম গান।যিনি এই প্রকার গান করতে পারেন তিনি উদ্গাতা।)

ছান্দোগ্য উপনিষদ প্রথম অধ্যায় সপ্তম খণ্ড।

১।৭।১

অথ (অনন্তর) অধ্যাত্মং(অধ্যাত্মে)বাগেবঃ(বাক ই) ঋক্(ঋক্)
প্রাণঃ(প্রাণ)সাম(সাম)তৎ(সেই)এতৎ(এই সাম)এতস্যাম্(এই) ঋচি(ঋকে) অধ্যূঢ়ম্ (অধিষ্ঠিত) সাম(সাম); তস্মাৎ(সেই হেতু)

ঋচি(ঋকে)অধ্যূঢ়ম্(অধিষ্ঠিত)সাম গীয়তে।বাগেব(বাক্ ই)সা প্রাণঃ(প্রাণ ই) অমঃ(অম) তস্মাৎ(সেই হেতু) সাম(সাম)।

নিরুক্ত।

(ষষ্ঠ খণ্ড দ্রষ্টব্য।)যিনি শব্দের আকারে অধিদৈবে মূর্ত্ত তিনি ঋক্।যেমন, ফুল একটি ঋক্, যা বিরাটে বা অধিদৈবে আছে।চেতনা এই অনুভূতি বা শব্দের আকারে আমাতে আছেন, এই দেখে বাক্।

চেতনা নিজেই ফুল।যে শক্তির দ্বারা তিনি ফুল হন তা বাক্। ফুল নিজেতে এক হয়ে ছিল ইহা সাম আবার নিজের থেকে দ্বিতীয় হয়ে, প্রবাহিত হয়ে, আত্মা ফুল হলেন। দ্বিতীয়কে আত্মত্বে ধরে রাখা এবং নিজেকে দ্বিতীয় করে সৃষ্টি করা এই দেখে আত্মাকে প্রাণ / সাম বলা হয়।আত্মাই দ্বিতীয় হন এবং দ্বিতীয়কে নিজেতে ধারণ করে,যুক্ত করে, স্থিতি দেন।এই ধারণ করা বা যুক্ত করে রাখার যে বেদন তা যজুঃ। অধ্যাত্মে ফুল অনুভব করা আর নিজে ফুল হওয়া একই, ইহাও সাম।

সা---যিনি 'সায়' বা অনুমতি দেন। এই জন্য ওংকারকে 'অনুজ্ঞা অক্ষর' বলা হয়।'সা' শব্দের একটি অর্থ 'দান করা', 'অনুমোদন' করা।

অম্---'অ' থেকে 'ম', অক্ষরত্ব থেকে মর্ত্ত্য সব যাঁর তেজ।

প্রাণ যা হতে চান,বাক্ তাতে সম্মতি দেন।বাক্ প্রাণের বীর্য্যকে গর্ভে নিয়ে প্রাণকে বহু করেন।প্রাণ বা সাম বাকে আরূঢ় হয়ে বহু হন।

১।৭।২

চক্ষুরেব(চক্ষুই)ঋক্(ঋক্)আত্মা(আত্মা)সাম(সাম)তৎ(সেই)এতৎ(এই সাম)এতস্যাম্(এই) ঋচি(ঋকে) অধ্যূঢ়ম্ (অধিষ্ঠিত)সাম(সাম);তস্মাৎ(সেই
হেতু)ঋচি(ঋকে)অধ্যূঢ়ম্(অধিষ্ঠিত)সাম(সাম)গীয়তে(গীত হয়)।চক্ষুঃ
এব(চক্ষুই)সা(সা)আত্মা(আত্মা)অমঃ(অম্),তৎ(তাই)সাম(সাম)।

নিরুক্ত।

চক্ষু-আত্মস্বরুপ প্রাণ যে কেন্দ্র থেকে রূপ হয়ে প্রকাশ পাচ্ছেন,ক্ষরিত হচ্ছেন এবং রূপ সকলকে চয়ন করছেন।রূপ চয়ন ও ক্ষরণ এই উভয়ের কেন্দ্র চক্ষু।

প্রতি প্রকাশ, অধ্যাত্মে প্রতি অনুভূতির মূলে নিজবোধ বা আত্মা রয়েছেন, ইহাই চক্ষু আর আত্মা।নিজবোধের বুকে সর্ব্ব অনুভূতি ফুটছে।

উপনিষদে 'চাক্ষুষ' পুরুষের বর্ণনা দ্রষ্টব্য।(বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হয়েছে যে দক্ষিণ অক্ষিতে যে পুরুষ আছেন তাঁর নাম ইন্দ্র আর বাম চক্ষুতে আছেন তাঁর স্ত্রী বিরাট, আর হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে আকাশ তাই তাঁদের মিলন স্থান।)

১।৭।৩

শ্রোত্রমেব (শ্রোত্রই) ঋক্ (ঋক্) মনঃ (মন) সাম (সাম) তৎ (সেই) এতৎ (এই সাম) এতস্যাম্ (এই) ঋচি (ঋকে) অধ্যূঢ়ম্ (অধিষ্ঠিত) সাম (সাম); তস্মাৎ (সেই হেতু) ঋচি (ঋকে) অধ্যূঢ়ম্ (অধিষ্ঠিত) সাম (সাম) গীয়তে (গীত হয়)।

শ্রোত্রমেব (শ্রোত্রই) সা (সা) মনঃ (মন) অমঃ (অম্), তৎ (তাই) সাম (সাম)।

নিরুক্ত।

শ্রোত্র-যে কেন্দ্রে শ্রবণ বা শ্রুতির দ্বারা ত্রাণ হয়। শব্দের যে অর্থ নিষ্পত্তি হয় তার দ্বারা ত্রাণ হয়। অর্থ যার প্রকাশ তা মন। (কঠ উপনিষদ দ্রষ্টব্য—ইন্দ্রিয়েভ্য পরাঃ অর্থাঃ, অর্থেভ্যশ্চ পরম্ মনঃ-ইন্দ্রিয়ের থেকে অর্থ শ্রেষ্ট, অর্থের থেকে মন শ্রেষ্ঠ।)

১।৭।৪

অথ (আর) যৎ এতৎ (এই যে) অক্ষ্ণঃ (অক্ষির) শুক্লং (শুক্ল) ভাঃ (ভা, বর্ণ) সা এব (তাহাই) ঋক্ (ঋক্); অথ যৎ (আর যে) নীলম্ (নীল) পরঃ (পরম) কৃষ্ণং (আকর্ষণীয়; কালো) তৎ (তাহা) সাম (সাম); তৎ (সেই) এতৎ (এই সাম) এতস্যাম্ (এই) ঋচি (ঋকে) অধ্যূঢ়ম্ (অধিষ্ঠিত) সাম (সাম); তস্মাৎ (সেই হেতু) ঋচি (ঋকে) অধ্যূঢ়ম্ (অধিষ্ঠিত) সাম (সাম) গীয়তে (গীত হয়)। অথ (আর) যৎ এব (এই যে) অক্ষ্ণঃ (অক্ষির) শুক্লং (শুক্ল) ভাঃ (আভা, বর্ণ) সা এব (তাহাই) সা (সা); যৎ (আর যে) নীলম্ (নীল) পরঃ (পরম) কৃষ্ণং (আকর্ষণীয়; কালো) তৎ (তাহা) অমঃ (অম); তৎ (তাহা) সাম (সাম)।

নিরুক্ত।

শুক্ল—প্রাণের যে বসন তা অপ্ (জল)। অগ্নি বা প্রাণের যে শুক্ল রূপ তা অপের আপ্তি আভিমানী রূপ যার বর্ণ শুক্ল। প্রাণ যে বস্ত্র পরিধান করে আমাদের কে কাম্য দান করেন তা শুক্ল বর্ণ। অপ্ তেজোময় হলে তা পীত হয়, পীত বর্ণ হয়, তাই বিষ্ণুর বসন পীত বর্ণ।

নীলম্ পরম্ কৃষ্ণং---যাহা নীল এবং পরম্ আকর্ষণময়।

যাঁহাতে সব লীন হয়ে থাকে তাঁর বর্ণ নীল। ইনি বিভু প্রাণ বিষ্ণু। '...দীবীব চক্ষুরাততম্---দ্যুলোকের ন্যায়, বিস্তৃত চক্ষু'। (ঋক বেদের বিষ্ণু মন্ত্র।)

১।৭।৫

অথ (আর) যঃ এষঃ (এই যে) অন্তঃ অক্ষিণিঃ (অক্ষির অন্তরে) পুরুষঃ (পুরুষকে) দৃশ্যতে (দেখা যায়) সা এব (সেই) ঋক্ (ঋক্) তৎ সাম (তাহা সাম) তৎ উক্থম্ (তাহা উক্থ)

তৎ(তাহা) যজুঃ(যজুঃ) তৎ ব্রহ্ম(তাহা ব্রহ্ম) তস্য এতস্য (সেই এই অক্ষিস্থ পুরুষের) তৎ এব(তাহাই) রূপম্ (রূপ) যৎ অমুষ্য রূপম্ (যাহা ওনার বা আদিত্যস্থ পুরুষের রূপ) যৌ(যে দুই জন) অমুষ্য(যাহা ওনার বা আদিত্যস্থ পুরুষের)গেষ্টৌ (গায়ক দ্বয়) তৌ (তাঁহারা দুই জন) গেষ্টৌ (অক্ষিস্থ পুরুষের গায়ক দ্বয়)যৎ(যাহা আদিত্যস্থ পুরুষের)নাম (নাম) তৎ(তাহা (অক্ষিস্থ পুরুষের)নাম(নাম)।

নিরুক্ত।

অন্তঃ অক্ষিণি---অক্ষির অন্তরে এবং আদিত্যর অন্তরে পুরুষ। যা বিরাটে আদিত্য যা কাল ও রূপ প্রকাশের কেন্দ্র, তা অধ্যাত্মে অক্ষি। তাই অক্ষিগত পুরুষ আর আদিত্যের অন্তর্গত পুরুষ একই যাঁর দর্শন থেকে কাল ও রূপ প্রকাশ পাচ্ছে।

যা রূপ তা ঋক্, আত্মার মানস আয়তন। চোখের যে লাল বা লোহিত অংশ তাই ঋক্।

যা সাম তিনি প্রাণ, সমস্ত ঋক্কে যিনি আত্মপ্রকাশ বলে দর্শন করছেন বা জানছেন। চোখের যে কালো বা কৃষ্ণ অংশ তাই সাম।

যা যজুঃ তা ঋক্ ও সামের যোজক।যিনি দ্রষ্টা তিনি সাম, তাঁর যে দর্শন তা যজুঃ আর সেই দর্শন থেকে যে রূপ বা দৃশ্য সৃষ্টি হচ্ছে তা ঋক্। চোখের যে শ্বেত অংশ তাই যজুঃ।আগের মন্ত্রে যে শুক্ল বলা হয়েছে তা ঋক্ ও যজুকে একত্রে বলা হয়েছে।

গেষ্টৌ(গায়ক দ্বয়)---গেষ্ট শব্দ নিষ্পন্ন।প্রাণের উষ্ণতার দ্বারা শব্দ গতিশীল হলে তা গান হয়।সাম গীত হয়ে ঋক্ হয়, ঋক্ গীত হয়ে সাম হয়।

বেদনময় প্রাণ, বিষ্ণুর থেকে ত্রিবেদ প্রকাশ পাচ্ছে, তার কেন্দ্র বিষ্ণুর চক্ষু।

উকথ্--(১)শব্দের যে সারাংশ, যা ঊর্ধে স্থিত থকে, যা শব্দিত হয়েও উহ্য ই থকে।

(২)পুরুষ যিনি শব্দরূপ পুরের মধ্যে আছেন তিনি উক্থ।প্রতি শব্দ, প্রতি জ্ঞান প্রকাশের মূলে ইনি আছেন,ইনি ওই প্রকাশের দ্রষ্টা, অক্ষিস্থ পুরুষ।

১।৭।৬

সঃ এষঃ (সেই এই) যে চ (যে সকল) এতস্মাৎ(এনার থেকে,অক্ষিগত পুরুষ থেকে)অর্ব্বাঞ্চঃ (অর্ব্বাক্-বাক্ যেখানে প্রচ্ছন্ন)লোকাঃ(লোক সকল) তেষাম্ (সেই সকল লোকের) চ(এবং)ঈষ্টে(ঈশিত্ব করেন, শাসন করেন) মনুষ্য কামানাম্ চ(এবং মনুষ্যগণের । তৎ(সেই জন্য) যে ইমে (যে সকল লোক) বীণায়াং (বীণার দ্বারা) গায়ন্তি(গান করে)এতম্(ইঁহাকে)

তে(তাঁহারা) গায়ন্তি (গান করেন); তস্মাৎ (সেই জন্য)তে(তাঁহারা)ধনসনয়ঃ(ধন অর্জন করেন এবং দান করেন)।

নিরুক্ত। বীণা-বীণা শব্দের একটি অর্থ শরীর। শরীর একটি যন্ত্র যা বায়ু বা প্রাণের দ্বারা পূর্ণ, যার থেকে বাদ্য বা বেদন বাক্ দেবীর দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে। এই বীণার বাদ্যে অক্ষিগত পুরুষই বেদনের আকারে আগত হচ্ছেন, এই বেদনেই আমরা তাঁতে গত হচ্ছি, গীত হচ্ছি।

অর্বাক্-বাক্ যেখানে অস্তমিত হন।বাক্ অস্তমিত হয়ে আয়তন বা পৃথিবীকে প্রকাশ করেন এবং পৃথিবীর অন্তরে প্রচ্ছন্ন থাকেন।পৃথক আয়তন সম্পন্ন যে কোন লোক ই পৃথবী, শরীরও পৃথিবী।

মনুষ্য-মন্ত্রময়তার ঈষৎ বিকাশ যাদের মধ্যে হয়েছে।মন থেকে ভৌতিকতা সৃষ্টি হয়েছে এই জ্ঞানের সূচনা যাদের মধ্যে হয়েছে।

ধনসনয়ঃ—ধন+সনি— যাহারা ধন অর্জন করে বা দান করে।

ধন—প্রাণ যে কোন একটি বিশেষ ভাবে কাউকে ধারণ করেন তা 'ধন'।প্রাণের প্রতি প্রকাশই 'ধন' বা প্রাণের সম্পদ(সম্যক্ পদ)।

প্রাণবান্ মাত্রেই ধনবান্ এবং ধনদাতা।

মনুষ্য কামানাম্—মনুষ্যদের মধ্যে যে কামনা সকল সক্রিয় বা মনুষ্যদের মধ্যে কাল যে ভাবে ক্রিয়া করছেন।

১।৭।৭

অথ (আর) যঃ(যে) এতৎ(ইঁহাকে) এবম্(এই রকম) বিদ্বান্(বিদিত হয়ে) সাম গায়তি (সাম গান করেন),উভৌ(উভয়কেই) সঃ(তিনি) গায়তি(গান করেন)। সঃ অমুনা এব (সে ঐ লোকের দ্বারা, আদিত্য লোকের দ্বারা) সঃ(সে) এষঃ(এই গায়ক) যে চ(যে সমূদয়) অমুষ্মাৎ(অমুক বা আদিত্যে স্থিত পুরুষের থেকেও)পরাঞ্চঃ(যা পর, পরবর্ত্তী) লোকাঃ(লোক সকল) তান্ চ (তাদের সকলকেও) আপ্নোতি(আপ্ত হয় বা পায়) দেবকামান্ চ (যা দেবগণের কাম্য সেই কাম সকলকেও)।

১।৭।৮

অথ(আর) অনেন এব (এই আদিত্যস্থ বা এই অক্ষিস্থ পুরুষের দ্বারা)যে চ এতস্মাৎ(যে সকল এনার থেকে) অর্ব্বাঞ্চঃ (অর্ব্বাক্)লোকাঃ(লোকসকল) তান্ চ (সেই লোক সকলকেও)আপ্নোতি(আপ্ত হয়, পায়) মনুষ্য কামান্ চ (মনুষ্যদের কামনা সকলকেও); তস্মাৎ

উ হ(এবং সেই কারণেই) এবং(এই প্রকার)বিৎ(বিদিত, জ্ঞান সম্পন্ন) উদ্গাতা(উদ্গাতা) ব্রুয়াৎ (বলিবেন)।

১।৭।৯

কম্(কোন) তে(তোমার জন্য) কামম্(কামকে, কালকে) আগায়ানি(গান করবো, আগমন করাবো) ইতি(ইহাই); এষঃ হি (ইনিই) এব (এই ভাবেই)কামগানস্য (কাম গানের উপর বা কাম্যের আগমনের উপর) ঈষ্টে(ঈশিত্ব করেন)যঃ(যিনি) এবম্(এই প্রকার) বিদ্বান্(জেনে) সাম গায়তি (সাম গান করেন) সাম গায়তি (সাম গান করেন)।

মন্তব্য। এই প্রকার যে উদ্গাতা তিনি সত্যকাম।তাঁর কামনা সকল সত্য। তিনি যখন কাম্যকে উচ্চারণ করেন, গান করেন, সেই কাম্য সাম থেকে(আত্মার সাথে কাম্য যেখানে সম হয়ে , এক হয়ে থাকে, সেখান থেকে)পৃথক হয়ে, পৃথিবী হয়ে, ঋক্ (আত্মার মন্ত্র তনু) হয়ে প্রকাশ পায়।